IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

A Linguistic Profile and Socio-Cultural Analysis of the Kurukh Language: A Field-Based Study

কুড়ুখ ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক প্রেক্ষাপট: একটি ক্ষেত্রসমীক্ষামূলক বিশ্লেষণ

SANDEEP XESS
Research Scholar, Bengali Department,
The Sanskrit College and University, Kolkata, West Bengal, India

Abstract: This study explores the linguistic, cultural, and socio-anthropological dimensions of the Kurukh language, primarily spoken by the Oraon community in South Asia. Language is understood not merely as a communicative tool but as a repository of collective memory, identity, and cultural continuity. Kurukh, belonging to the Northern Dravidian subgroup, has historically evolved as an oral language, though recent developments such as the introduction of the Tolong Siki script have significantly contributed to its preservation and standardization.

The research is based on field survey data collected from Rajibpur village in the Dakshin Dinajpur district, employing a random sampling method to document core vocabulary and everyday linguistic usage. The study analyzes Kurukh's phonological, morphological, and syntactic structures, highlighting its agglutinative nature, SOV word order, and distinctive phonetic features such as retroflex and nasal sounds. Detailed morphemic breakdowns of sample sentences demonstrate the internal grammatical organization of the language.The paper further examines the impact of bilingualism, language contact, and socio-educational factors on Kurukh. The growing dominance of languages like Hindi, Bengali, and English, along with the widespread use of Sadri as a lingua franca, has contributed to a decline in native language usage among younger generations. Despite these challenges, initiatives such as the promotion of the Tolong Siki script, inclusion of Kurukh in primary education, and digital dissemination efforts indicate possibilities for language revitalization. The study emphasizes the urgent need for developing a standardized grammar, comprehensive dictionary, and institutional support to ensure the sustainability of the language. Ultimately, preserving Kurukh is crucial not only for the Oraon community but also for safeguarding broader linguistic diversity and understanding the historical evolution of Dravidian languages.

Keywords: Kurukh Language, Oraon Community, Dravidian Linguistics,Language Endangerment, Tolong Siki Script, Sociolinguistics, Bilingualism, Core Vocabulary, Language Preservation, Field Survey.

ভূমিকা

প্রাণীজগতে বিবর্তনের ধারায় মানুষের মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পায়। এই তাগিদ থেকেই মানুষের আবির্ভাব ঘটে একটি ভাবনাসমৃদ্ধ প্রাণী হিসেবে। নিজের অন্তর্নিহিত ভাব, আবেগ এবং চিন্তাধারাকে অন্যের কাছে প্রকাশ করার মাধ্যম হিসেবেই মূলত ভাষার জন্ম। মানুষের সমাজে এই ভাষা স্বাভাবিক নিয়মেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হয়েছে। সহজভাবে বলতে গেলে, মানুষের কণ্ঠোচ্চারিত, অর্থবহ এবং বিবর্তনশীল যে ধ্বনি-সমষ্টির মাধ্যমে তার চিন্তা ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটে, তাকেই ভাষা (Language) বলা হয়।

আমাদের দেশে এমন কিছু আদিবাসী জনজাতি রয়েছে যারা সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে সংখ্যালঘু এবং আধুনিক নগরায়ণের মূলস্রোত থেকে বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতার কারণেই তাদের ভাষারূপ আজও স্বকীয় ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। বর্তমান বিশ্বে এমন অনেক প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিদ্যমান যাদের ভাষা ভাষাতাত্ত্বিক শ্রেণীকরণে আজও 'অশ্রেণীবদ্ধ' (Unclassified Language) রয়ে গেছে। এই জনগোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে তাদের সমাজকাঠামো, জীবনযাপন, লোকাচার এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের এক নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। যদিও আধুনিক দৃষ্টিতে তাদের অনেক সংস্কারকে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে, তবুও এই লোকবিশ্বাসগুলোই তাদের ভাষিক ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক অস্তিত্বকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার প্রাথমিক কবজ হিসেবে কাজ করে এসেছে। মূলত এই সংস্কার ও ঐতিহ্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে একটি জাতির হাজার বছরের আত্মপরিচয়।

দক্ষিণ এশিয়ার ভাষাগত বৈচিত্র্যের মধ্যে কুড়ুখ ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আদিবাসী ভাষা, যা মূলত ওরাঁও জনগোষ্ঠী দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের উত্তর দ্রাবিড় শাখার অন্তর্গত এই ভাষাটির সঙ্গে মাল্টো ভাষার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। মূলত ভারতের ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন, তবে বাংলাদেশেও সীমিত পরিসরে এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যোগাযোগের সীমানা ছাড়িয়ে কুড়ুখ ভাষা আজ ওরাওঁ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক জীবন্ত ধারক ও বাহক। দীর্ঘকাল ধরে এই ভাষা কেবল মৌখিকভাবে প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে তা দেবনাগরী, ল্যাটিন এবং বিশেষ করে এর নিজস্ব 'তোলং সিকি' লিপিতে লেখা হচ্ছে। এই নিজস্ব লিপি ভাষাটির সংরক্ষণে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে।

ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে কুড়ুখ ভাষা সংযোজনশীল ভাষা, যেখানে শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত করে অর্থের পরিবর্তন করা হয়। এর ধ্বনিতত্ত্বে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির সুসংগঠিত কাঠামোর পাশাপাশি নাসিক্য ও রেট্রোফ্লেক্স ধ্বনির ব্যবহার দেখা যায়, যা অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষার অনুরূপ। বাক্যের ক্ষেত্রে তা প্রধানত কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV) শব্দক্রম অনুসরণ করে এবং বিশেষ্য ও ক্রিয়ার রূপ বচন, লিঙ্গ ও কাল অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কুড়ুখ ভাষার শব্দভাণ্ডারে হিন্দি ও বাংলার মতো ভাষার ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। এই বহিরাগত প্রভাব ভাষাটিকে আধুনিকায়নের পথে এগিয়ে নিলেও এর মৌলিক কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন এনেছে। ওরাঁও জনগোষ্ঠীর লোকসংগীত, উৎসব, ধর্মীয় আচার এবং লোককাহিনীর মাধ্যমেই কুড়ুখ ভাষার সাংস্কৃতিক প্রাণবন্ততা প্রকাশ পায়।

তবে বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে অন্যান্য বহু ক্ষুদ্র ভাষার মতো কুড়ুখ ভাষাও বিলুপ্তির চরম ঝুঁকির মুখে পড়েছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এই ভাষার ব্যবহার আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে এবং তারা নিজেদের ভাষার বদলে হিন্দি বা অন্যান্য প্রধান ভাষার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ছে। এই সংকট মোকাবেলায় বর্তমানে স্থানীয় বিদ্যালয়ে কুড়ুখ ভাষা শিক্ষা, 'তোলং সিকি' লিপির প্রচার, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং ডিজিটাল মাধ্যমে ভাষাটি ছড়িয়ে দেওয়ার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিশেষে, ভাষাবিজ্ঞান ও নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কুড়ুখ ভাষা নিয়ে গবেষণা করা অত্যন্ত জরুরি। ড. রামেশ্বর শ'-এর মতে, "ভাষার সম্মান নির্ভর করে তার প্রকাশশক্ষমতার উপরে। যে ভাষা যত বিচিত্র ভাব ও বস্তু এবং যত গভীর অনুভূতি প্রকাশ করতে সক্ষম সে ভাষা তত উন্নত। ভাষার এই প্রকাশক্ষমতার মূল আধার হল ভাষার শব্দসম্পদ। ভাষার এই শব্দসম্পদ আবার তিনভাবে সমৃদ্ধ হয়—উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন শব্দের সাহায্যে, অন্য ভাষা থেকে গৃহীত কৃতঋণ শব্দের সাহায্যে এবং নতুন সৃষ্ট শব্দের সাহায্যে।"[১]

ক্ষেত্র সমীক্ষা ও গবেষণার পদ্ধতি

কুড়ুখ ভাষার ব্যাপক ও বহুল ব্যবহারের লক্ষ্যে যে শব্দভাণ্ডার সংগৃহীত হয়েছে, তা মূলত ক্ষেত্র সমীক্ষার (Field Survey) মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। কারণ একটি সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডারই ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

গবেষণার স্থান: বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রভূমি হিসেবে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের অন্তর্গত **রাজীবপুর** গ্রামটিকে নির্বাচন করা হয়েছে।

পদ্ধতি: এখানে তথ্য সংগ্রহের জন্য র‍্যান্ডম মেথড (Random Method) বা দৈবচয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

মৌলিক শব্দভাণ্ডার (Basic Core Vocabulary)

সমাজে এমন কিছু ধারণা বা বিষয় থাকে যা দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সেইরকমই একটি বিষয় হল ভাষা। ভাষার মূল উপাদান হল শব্দ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই শব্দগুলো কোনো বড় ধরনের সামাজিক বিপ্লব বা আমূল পরিবর্তন ছাড়া সহজে বদলায় না। যেমন:

1. সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক: বাবা, মা, ভাই, বোন ইত্যাদি।
2. নিত্যব্যবহার্য সর্বনাম: আমি, তুমি, তুই, সে ইত্যাদি।
3. শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ: হাত, পা, মাথা, চুল ইত্যাদি।
4. ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রকৃতি: স্বর্গ, নরক, পশুপাখি ও গাছপালার নাম ইত্যাদি।

এই ধরনের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী শব্দকে ভাষার মূল শব্দভাণ্ডার বা Basic core vocabulary বলা হয়। যে শব্দগুলি জীবনধারণের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত নয় সেগুলি দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যায়। সেগুলিকে ভাষার মূল শব্দ ভান্ডারের মধ্যে ধরা যায় না। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দগুলি বেশি পরিমাণে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং শব্দগুলি বাক্যে কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা দেখানো হয়েছে। অবশ্য একথাও মনে রাখতে হবে যে, মূল শব্দ ভান্ডারের স্থায়িত্বের ধারণাটি আপেক্ষিক। কালের প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে মূল শব্দ ভান্ডারও কিছুটা পরিবর্তিত হয়। সমাজের জীবনযাত্রার গতির ওপরই ভাষার পরিবর্তন নির্ভর করে। যেসব সমাজের মানুষ একে অপরের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করে এবং নিত্যনতুন ভাবনায় এগিয়ে চলে, তাদের কথ্য ভাষাও খুব দ্রুত বদলায় এবং নতুন নতুন শব্দ ও রূপ লাভ করে। অন্যদিকে, পাহাড় বা জঙ্গলে বসবাসকারী যেসব সমাজ বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, নতুন কোনো প্রভাব না পড়ার কারণে তাদের ভাষাও যুগ যুগ ধরে অপরিবর্তিত বা স্থিতিশীল থাকে।

কুড়ুখ ভাষার ভৌগোলিক অবস্থান ও নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা অবস্থিত। এই জেলার ঠিক মাঝখানে গঙ্গারামপুর মহকুমা। এই অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের প্রধান কথ্য ভাষা হলো বাংলার 'বরেন্দ্রী' উপভাষা। তবে এই ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস লক্ষ্য করা যায়, যাদের মধ্যে অন্যতম হলো সাঁওতাল, মুণ্ডা এবং ওঁরাও। ওঁরাও জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষার নাম হলো কুড়ুখ। ইতিহাস ও নৃতাত্ত্বিক বিচারে তারা মূলত ঝাড়খণ্ড, ছোটনাগপুর এবং ছত্তিশগড় অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। তবে জীবন ও জীবিকার তাগিদে পরবর্তী সময়ে তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ভাষাবিদ পরেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, কুড়ুখ ভাষাভাষী এই মানুষগুলো অনেককাল আগে সিন্ধু উপত্যকা থেকে পূর্ব ভারতে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভাষার ওপর সেখানকার পরিবেশ এবং ভূ-প্রকৃতির একচ্ছত্র প্রভাব থাকে। মানুষ যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে বসবাস করে, তার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই মানুষের উচ্চারিত ভাষায়। বর্তমান গবেষণার জন্য ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে যাঁর কাছ থেকে তথ্য বা উপাত্ত (Data) সংগ্রহ করা হয়েছে, তিনি মূলত ঝাড়খণ্ডের নিবাসী ছিলেন। পরবর্তীকালে কর্মসূত্রে তিনি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর ভাষাগত বৈশিষ্ট্যে এই ভৌগোলিক পরিবর্তনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে কুড়ুখ ভাষা এক অস্তিত্ব সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং ক্রমশ বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। বর্তমান প্রজন্ম এই ভাষার ব্যবহারে অনেকটা বিমুখ। কুড়ুখ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই অনীহার পেছনে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ লক্ষ্য করা যায়:

১. দ্বি-ভাষিক প্রবণতা ও ভাষার জটিলতা: কুড়ুখ পরিবারের সদস্যরা সাধারণত দৈনন্দিন কথোপকথনে দুটি ভাষা ব্যবহার করে থাকেন— একটি হলো 'সাদরি ভাষা' এবং অন্যটি মূল 'কুড়ুখ ভাষা'।

সাদরি ভাষা: এটি অত্যন্ত সহজ-সরল এবং প্রতিবেশী বাংলা ও হিন্দি ভাষার সঙ্গে এর যথেষ্ট ভাষাগত মিল রয়েছে। ফলে যে কেউ সহজেই এটি বুঝতে ও বলতে পারে।

কুড়ুখ ভাষা: এই ভাষা তুলনামূলকভাবে বেশ জটিল ও কঠিন। বিশেষ করে হিন্দি ভাষার মতো কুড়ুখ ভাষায় লিঙ্গভেদে শব্দের রূপ পরিবর্তিত হয়, যা আয়ত্ত করা অনেকের জন্য কষ্টসাধ্য।

২. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সামাজিক প্রেক্ষাপট: শিক্ষার প্রসারের ফলে বর্তমান প্রজন্মের জনজাতিরা স্কুল-কলেজে বাংলা, হিন্দি বা ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করছে। ফলে তাদের একটি নতুন ভাষা শিখতে হচ্ছে এবং বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে যোগাযোগের (Communication) সুবিধার্থে তারা নিজেদের মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষার ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।

ভাষা পুনর্জাগরণ ও লিপির উদ্ভাবন

একটি ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে হলে তার Lexicon বা শব্দকোষ তৈরি ও ভাষায় Reinforcement বা শক্তি বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি; এবং একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে ভাষাকে উন্নত করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে উদয়কুমার চক্রবর্তীর মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য–

"…যে ভাষাগুলি মৌখিক, যাদের লিখিত রূপ নেই তাদের লিপি তৈরি করাও ভাষা পরিকল্পনার অন্তর্গত। যেমন, সাঁওতালী ভাষায় লিপি ছিল না। অলচিকি লিপির উদ্ভব তার প্রচার এবং এই লিপিতে গ্রন্থ রচনা করে পাঠ্যবই হিসাবে তার প্রয়োগ ভাষা পরিকল্পনার অন্তর্গত কাজকর্ম।"[২]

বর্তমান সময়ে প্রতিটি জনজাতিই তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। সাঁওতাল জনজাতির তাদের নিজস্ব লিপি 'অলচিকি' ইতোমধ্যে ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃতি পেয়েছে। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অঞ্চলের টোটো গোষ্ঠীর লেখক ধনীরাম টোটো তাদের ভাষার সংরক্ষণের জন্য লিপি তৈরি করেছেন। কুড়ুখ বা ওঁরাও জনজাতির ভাষাকে সচল রাখার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে ড. নারায়ণ ওঁরাও একটি স্বতন্ত্র লিপি তৈরি করেন, যার নাম 'তোলং সিকি'। বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের কিছু কিছু স্কুলে পাঠ্যসূচিতে এই লিপি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কুড়ুখ স্বরধ্বনির উচ্চারণ-বৈচিত্র্য ও গাম্ভীর্য

কুড়ুখ ভাষার স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় মুখবিবরের ভেতরে জিহ্বার নাড়াচাড়া এবং বাতাসের প্রবাহ ভাষাটিতে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করে। এই বিন্যাসটি নিচে বিশ্লেষণ করা হলো:

১. উচ্চ ও সম্মুখ স্বরধ্বনি (High and Front Vowels) : 'i' (ই): এই ধ্বনিটি উচ্চারণের সময় জিহ্বা উঁচুতে এবং সম্মুখ ভাগে অবস্থান করে। এর ফলে এক ধরণের তীক্ষ্ণ বা উদাত্ত স্বর তৈরি হয়। 'e' (এ) ও 'æ' (অ্যা): এগুলিও সম্মুখ স্বরধ্বনি, তবে 'i' (ই)-এর তুলনায় জিহ্বা কিছুটা নিচে অবস্থান করে। এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় বাতাস সরাসরি মুখের সামনের দিক দিয়ে বেরিয়ে আসে, যার ফলে এক ধরণের তীব্রতার সৃষ্টি হয়।

২. পশ্চাৎ ও নিম্ন স্বরধ্বনি (Back and Low Vowels): 'u' (উ), 'o' (ও) ও 'ɔ' (অ): এই পশ্চাৎ ধ্বনিগুলির ক্ষেত্রে জিহ্বা পেছনের দিকে সরে যায়।

'a' (আ): এটি নিম্ন স্বরধ্বনি হিসেবে কাজ করে। এই ধ্বনিগুলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এদের স্পন্দনশীলতা (Vibrancy)। এই ধ্বনিগুলির গভীর স্পন্দনের কারণেই কুড়ুখ ভাষা উচ্চারণে এক ধরণের গাম্ভীর্যপূর্ণ আবেশ তৈরি হয়।

৩. উচ্চারণ শৈলী ও বাচনভঙ্গি: কুড়ুখ ভাষাভাষী মানুষরা সাধারণত কথা বলার সময় শব্দের ওপর বা ভাষার ওপর একটু বেশি জোর (Stress) দিয়ে থাকেন। এই অতিরিক্ত শ্বাসাঘাত বা জোর দেওয়ার কারণে তাদের বাচনভঙ্গিতে একটি গাম্ভীর্যময় ভাব সবসময় বজায় থাকে। বিশেষ করে 'ɔ' (অ) এবং 'a' (আ) ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বর অনেক বেশি গভীর থেকে বা ভেতর থেকে সঞ্চালিত হয়, যা এই ভাষার অন্যতম বিশেষত্ব।

কুড়ুখ ভাষায় যেমন স্ত্রী-পুরুষ লিঙ্গভেদে শব্দ বা ক্রিয়ার পার্থক্য হয়, তেমনি আরও কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর ফলেই একটি ভাষা 'Standard' হতে পারে। সেগুলি হল— কোনো কিছু খাওয়া (যেমন ফল খাওয়া বা রুটি খাওয়া ইত্যাদি) বোঝাতে তারা 'মোখন' শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু ভাত খাওয়া অর্থে তারা 'মোখন' না বলে 'অনন' শব্দটি ব্যবহার করে। আবার গাড়িতে ওঠা, গাছে ওঠা বা কোনো স্থানে ওঠা বিষয়টি বোঝাতে 'আরিক্কান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে ঘুম থেকে ওঠা বোঝাতে 'চোচকন' শব্দের ব্যবহার করা হয়। বহুবচন জাতীয় শব্দ ব্যবহারের সময় বাংলার মতো— এরা, গুলি, রা- দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন—

ছেলেরা = কুক্কর

মেয়েরা = কুকেরা
বাচ্চারা / শিশুরা = খাদ্দর
সর্বনাম ও নির্দেশক জাতীয় শব্দের ক্ষেত্রে ব্যবহার:
আমি, তুমি, সে — এন, নিন, আস/আদ
নির্দেশক বোঝাতে (এখানে, ওখানে, এদিকে) — ইসন, অসন, ঈসন শব্দ ব্যবহার করা হয়।

আলোচ্য গবেষণার এই পর্যায়ে সংগৃহীত কুড়ুখ বাক্যসমূহের একটি প্রণালীবদ্ধ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে প্রতিটি বাক্যের অভ্যন্তরীণ গঠনগত বৈশিষ্ট্য উন্মোচনের লক্ষ্যে **রূপমূলতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ** (Morpheme Breakdown), **আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা** (IPA) অনুযায়ী উচ্চারণ বিন্যাস এবং **দলগত গঠন** (Syllabic Structure)-সহ সামগ্রিক ভাষাতাত্ত্বিক রূপরেখাটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো। এই পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ কুড়ুখ ভাষার ধ্বনিগত গাম্ভীর্য এবং এর অনন্য ব্যাকরণিক কাঠামোকে তাত্ত্বিকভাবে অনুধাবনে সহায়তা করবে।

১. কুড়ুখ বাক্য: এন এড়পা কালা লাগদান ।
বাংলা বাক্য: আমি বাড়ি যাচ্ছি।
"এন এড়পা কালা লাগদান"-এর রূপিম (Morpheme) ভিত্তিক বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হলো:

রূপিম/রূপমূল বিশ্লেষণ (Morpheme Breakdown)

কুড়ুখ শব্দ	**রূপিম বিভাজন**	**বিশ্লেষণ ও অর্থ**
এন (En)	এন	**আমি** (উত্তম পুরুষ, একবচন সর্বনাম)
এড়পা (Eṛpā)	এড়পা	**বাড়ি** (বিশেষ্য পদ)
কালা (Kālā)	কাল-আ	**যা-ওয়া** (ক্রিয়ামূল/Root Verb)
লাগদান (Lāgdān)	লাগ্-দ্-আন	**লাগ** (ঘটমান বর্তমান কাল নির্দেশক) + **দ্** (সংযোগকারী) + **আন** (উত্তম পুরুষ একবচন বিভক্তি)

রূপমূলতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ : এন (আমি) + **এড়পা** (বাড়ি) + **কালা** (যা) + **লাগদান** (ই তেছি/যাচ্ছি)।

এন (En): এটি কুড়ুখ ভাষার উত্তম পুরুষ একবচন (First Person Singular) সর্বনাম।
এড়পা (Eṛpā): এর অর্থ বাড়ি। কুড়ুখ ভাষায় সাধারণত কর্ম কারকে বিশেষ বিভক্তি না থাকলেও চলে, তাই এটি সরাসরি 'বাড়ি' বা 'বাড়িতে' উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়।
কালা (Kālā): এটি মূল ধাতু 'কাল' (যাওয়া) থেকে এসেছে।
লাগদান (Lāgdān): এটি একটি সাহায্যকারী ক্রিয়া যা দিয়ে কাজটি বর্তমানে ঘটছে (Continuous tense) তা বোঝানো হয়।
লাগ (Lāg): ঘটমান বর্তমান বা কন্টিনিউয়াস টেন্সের চিহ্ন।
আন (ān): 'আন' নির্দেশ করে যে কর্তা হলো 'আমি' (এন)।

ভাষাতাত্ত্বিক গঠন (Linguistic Structure)
IPA (International Phonetic Alphabet): **en erpa kala lɔgdan**
Phonological structure: **e-e-a-a-a-ɔ-a**
Syllabic structure: **vc. vccv. cvcv. Cvccvc**

২. কুড়ুখ বাক্য: আ পুপ এরাগে দাওলে।
বাংলা: ওই ফুলটি দেখতে সুন্দর।

"আ পুপ এরাগে দাওলে"-এর রূপিম (Morpheme) ভিত্তিক বিশ্লেষণ দেওয়া হলো:

রূপিম/রূপমূল বিশ্লেষণ (Morpheme Breakdown)

কুড়ুখ শব্দ	রূপিম বিভাজন	বিশ্লেষণ ও অর্থ
আ (Ā)	আ	**ওই** (দূরবর্তী নির্দেশক সর্বনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়)।
পুপ (Pup)	পুপ	**ফুল** (একটি মৌলিক বিশেষ্য পদ)।
এরাগে (Erāge)	এর্ + আ + গে	**দেখতে** বা **দেখার জন্য**। এখানে 'এর্' (ধাতু: দেখা), 'আ' (যোজক) এবং 'গে' (নিমিত্ত বিভক্তি)।
দাওলে (Dāole)	দাও + লে	**ভালো** বা **সুন্দর**। এখানে 'দাও' মূল গুণবাচক শব্দ এবং 'লে' বিশেষণটি পূর্ণ করতে সাহায্য করে।

রূপমূলতাত্ত্বিক আলোচনা: আ (ওই) + **পুপ** (ফুল) + **এরাগে** (দেখতে) + **দাওলে** (সুন্দর)।

আ (Ā): এর দ্বারা দূরে অবস্থিত কোনো বস্তুকে নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয় (That)।
পুপ (Pup): এর অর্থ ফুল। এখানে 'টি' (নির্দিষ্টকারক) আলাদাভাবে যুক্ত না হলেও 'আ' (ওই) যুক্ত থাকায় এটি নির্দিষ্ট ফুলকেই বোঝাচ্ছে।
এরাগে (Erāge): কুড়ুখ ভাষায় কোনো ক্রিয়ার সাথে **'-গে'** যুক্ত করলে বাংলা 'দেখতে', 'খেতে' বা 'করতে' (Infinitive) অর্থ প্রকাশ পায়। এখানে **এর্** (দেখা) + **গে** = **দেখতে**।
দাওলে (Dāole): কুড়ুখ ভাষায় **'দাও'** মানে ভালো বা সুন্দর। যখন কোনো বস্তু বা বিষয়ের গুণ বর্ণনা করা হয়, তখন শব্দের শেষে একটি প্রত্যয় (এখানে 'লে') যুক্ত হয়ে বাক্যটি পূর্ণতা পায়।

ভাষাতাত্ত্বিক গঠন (Linguistic Structure)

IPA (International Phonetic Alphabet): **a pup erage daole**
Phonological structure: **a-u-e-a-e-a-o-e**
Syllabic structure: **v-cvc. vcvcv. Cvvcv**

৩. কুড়ুখ বাক্য- এজগু বরআ।
বাংলা বাক্য- এদিকে এসো।
'এজগু বরআ'-এর রূপমূল (Morpheme) ভিত্তিক বিশ্লেষণ দেওয়া হলো:

রূপিম/ রূপমূল বিশ্লেষণ (Morpheme Breakdown)

কুড়ুখ শব্দ	রূপিম বিভাজন	বিশ্লেষণ ও অর্থ
এজগু (Ejgu)	এজ্-গু	**এজ্** (এই/এ) + **গু** (দিকে/অভিমুখে)
বরআ (Barā)	বর্-আ	**বর্** (আসা/Root Verb) + **আ** (অনুজ্ঞা বা আদেশ সূচক বিভক্তি)

রূপমূলতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ:

এজগু (Ejgu): নিকটবর্তী অবস্থান নির্দেশক এই স্থানবাচক অব্যয়টি দুটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। এখানে 'এজ্' অংশটি প্রাক-নির্দেশক হিসেবে নিকটবর্তী স্থানকে চিহ্নিত করে এবং 'গু' প্রত্যয়টি গন্তব্য বা অভিমুখ (Direction) প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। বাংলা 'এ' + 'দিকে' = 'এদিকে' গঠনের সঙ্গে কুড়ুখ ভাষার এই রূপতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার গভীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

বরআ (Barā): এটি কুড়ুখ 'আসা' ক্রিয়ার অনুজ্ঞা সূচক রূপ (Imperative Mood), যা নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষিত হয়:
বর্ (Bar): মূল ক্রিয়ামূল বা ধাতু, যার অর্থ 'আসা'।

আ (ā): আদেশ বা অনুরোধ সূচক বিভক্তি। ধাতুর অন্তে এই ধ্বনি যুক্ত হয়ে দ্বিতীয় পুরুষ (তুমি) একবচনের অনুজ্ঞা প্রকাশ করে।

ভাষাতাত্ত্বিক গঠন (Linguistic Structure)

IPA (International Phonetic Alphabet): **ezgu bɔra**
Phonological structure: **e-u- ɔ-a**
Syllabic structure: **vccv. cvcv**

৪. কুড়ুখ বাক্য: বাহরে খুব পইয়া তাক্কা লাগ্গলি।
বাংলা অর্থ: বাইরে খুব ঠান্ডা হাওয়া বইছে/লাগছে।
'বাহরে খুব পইয়া তাক্কা লাগ্গলি'-এর রূপিম (Morpheme) ভিত্তিক বিশ্লেষণ নিচে দেখানো হলো:

রূপিম/রূপমূল বিশ্লেষণ (Morpheme Breakdown)

কুড়ুখ শব্দ	রূপিম বিভাজন	বিশ্লেষণ ও অর্থ
বাহরে (Bahre)	বাহর-এ	বাহর (বাহির) + এ (স্থানবাচক বিভক্তি/Locative case)
খুব (Khub)	খুব	খুব/প্রচণ্ড (বিশেষণ - এটি একটি ঋণকৃত শব্দ)
পইয়া (Paiya)	পইয়া	ঠান্ডা (বিশেষণ পদ)
তাক্কা (Takka)	তাক্কা	বাতাস/হাওয়া (বিশেষ্য পদ)
লাগ্গলি (Laggli)	লাগ্-অ-লি	লাগ্ (স্পর্শ করা/লাগা) + অ (সংযোগকারী) + লি (ঘটমান বর্তমান ও স্ত্রীলিঙ্গ/অচেতনবাচক সমাপ্তি সূচক অংশ)

রূপমূলতাত্ত্বিক আলোচনা

বাহরে (Bahre): মূল শব্দ 'বাহার' (Bahhar)। এর সঙ্গে 'এ' (e) বিভক্তি যুক্ত হয়ে 'বাইরে' বা 'বাহিরে' অর্থ প্রকাশ করছে। এটি স্থান নির্দেশক রূপিম।
পইয়া (Paiya): এটি একটি একক রূপিম যা তাপমাত্রার বিশেষ অবস্থাকে (ঠান্ডা) বোঝায়।
তাক্কা (Takka): কুরুখ ভাষায় বাতাসের বিশেষ্য রূপ এবং মুক্ত রূপিম (Free Morpheme)।
লাগ্গলি (Laggli): এখানে 'লাগ' (Lag) হলো ক্রিয়ামূল বা ধাতু। '-লি' (-li) প্রত্যয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; এখানে কুড়ুখ ব্যাকরণ অনুযায়ী স্ত্রীলিঙ্গ অথবা ক্লীবলিঙ্গ (অচেতন বস্তু যেমন—বাতাস) এবং ঘটমান বর্তমান কালের রূপ নির্দেশ করে।

ভাষাতাত্ত্বিক গঠন (Linguistic Structure)
IPA (International Phonetic Alphabet): **bahre khub paiya takka laggɔli**
Phonological Structure **: a-e-u-a-i- ɔ-a-a-a-ɔ-I**
Syllabic Structure (দল বা সিলেবল গঠন): **cvccv. cvc. cvvcv. cvcv. Cvccvcv**

উপসংহার
পরিশেষে বলা যায়, কুড়ুখ ভাষা কেবল ভাষাগত পরিচয় নয়; কুড়ুখ ভাষা ওঁরাও জনজাতির কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাস, বিবর্তন এবং টিকে থাকার লড়াইয়ের এক জীবন্ত দলিল। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে হিন্দি, বাংলা বা ইংরেজির মতো প্রভাবশালী ভাষাগুলির চাপে কুড়ুখের মতো প্রান্তিক ভাষাগুলি আজ অস্তিত্বের সংকটে নিমজ্জিত। দ্বি-ভাষিকতা এবং সাদরি ভাষার সহজবোধ্যতা মূল কুড়ুখ ভাষাকে ক্রমশ

কোণঠাসা করে ফেলছে। তবে আশার কথা এই যে, ‘তোলং সিকি’ লিপির উদ্ভাবন এবং সাম্প্রতিক ভাষা সচেতনতা কুড়ুখ ভাষাকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার নতুন দিক উন্মোচন করেছে। ভাষাকে শুধুমাত্র কথ্যরূপে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়; তার জন্য প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো। বর্তমান গবেষণার প্রেক্ষিতে স্পষ্ট যে, কুড়ুখ ভাষার শক্তি বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বের জন্য পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ ও সমৃদ্ধ শব্দকোষ (Dictionary) প্রণয়ন করা একান্ত আবশ্যক। সরকারি স্তরে প্রাথমিক শিক্ষায় কুড়ুখ ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং নিজস্ব লিপিতে সাহিত্য চর্চার প্রসার ঘটানোই হতে পারে ভাষা রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। ভাষা হারিয়ে যাওয়া মানে সংস্কৃতির মৃত্যু। তাই নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই কুড়ুখ ভাষার সংরক্ষণ কেবল জনজাতির দায়বদ্ধতা নয়, আমাদের সামগ্রিক ভাষাবৈচিত্র্য রক্ষার এক অপরিহার্য পদক্ষেপ। আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধনে এবং সমাজতাত্ত্বিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কুড়ুখ ভাষা আবারও হৃত গৌরব ফিরে পাবে এই প্রত্যাশা রাখা অমূলক নয়।

তথ্যসূত্র:

১. শ, রামেশ্বর, *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, কলকাতা: পুস্তক বিপণী, ১৯৯২, পৃ. ৬৪১।
২. চক্রবর্তী, নীলিমা এবং উদয়কুমার , *ভাষাবিজ্ঞান*, কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ. ২৪৫।
৩. চক্রবর্তী, উদয়কুমার, *বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন*, কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ২০০৪, ২০১২।
৪. চক্রবর্তী, উদয়কুমার, *বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ*, কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ২০১৩।
৫. মজুমদার, পরেশচন্দ্র, *বাংলা ভাষা পরিক্রমা* (১ম খণ্ড), সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৯৩।
৬. নাথ, মৃনাল, *ভাষা ও সমাজ*, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৯।
৭. খেসসে, শ্রী সাঞ্চ, *কুড়ুখ বাংলা শব্দকোষ*, দক্ষিণ দিনাজপুর: এক্কা প্রেস, ২০২২।
৮. ওরাওঁ, ড. নারায়ণ, *আদর্শ লিপি তোলোং সিকি*, সম্পাদিত শ্রী সাঞ্চ খেসসে, দক্ষিণ দিনাজপুর: এক্কা প্রেস, ২০২৪।
৯. লাজারিউস খেস (বয়স ৭৩), ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, রাজীবপুর, গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২০২৩।